আলমডাঙ্গা হাটবোয়ালিয়া সড়কে ডাকাতি, গাড়ির ড্রাইভার নিখোঁজ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় একটি ক্রোকারিজ কোম্পানির ডেলিভারি ভ্যান থামিয়ে দেড় লাখ টাকার কাছাকাছি অর্থ লুট এবং ডেলিভারি ম্যান নিখোঁজের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় গাড়িচালক ও ডেলিভারি ম্যান ফারুক হোসেন (৪০) এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। পরে তার ব্যবহৃত পণ্যবাহী আলমসাধু গাড়িটি উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।সেই সাথে উদ্ধার হয়েছে তার পরনের লুঙ্গি ও গায়ের পোশাক।

গত সোমবার রাত ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা–হাটবোয়ালিয়া সড়কের বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে রাতেই বাংলাদেশ পুলিশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালায়। তবে রাতভর অনুসন্ধান চালিয়েও ফারুক হোসেনের সন্ধান মেলেনি।নিখোঁজ ফারুক হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের খালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, তিনি গত তিন বছর ধরে বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কর্মরত। সোমবার তিনি মেহেরপুর জেলার মথুরাপুর এলাকায় পণ্য সরবরাহ শেষে আলমডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজার বাচ্চু হোসেন। পথে হাটবোয়ালিয়া নতুন বাজার এলাকায় পৌঁছালে বাচ্চু হোসেন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি থেকে নেমে যান। এরপর ফারুক একাই আলমসাধু নিয়ে যাত্রা অব্যাহত রাখেন।

রাত ৯টার দিকে বৈদ্যনাথপুর মাঠ এলাকায় পৌঁছালে ছিনতাইকারীরা আলমসাধু থামিয়ে তার কাছে থাকা প্রায় দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর থেকে ফারুক হোসেন নিখোঁজ এবং তার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

বিজি ক্রোকারিজ কোম্পানির মালিক জব্বার আলী বলেন, ফারুকের ব্যাগে থাকা ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা ছিল সোমবারের ডেলিভারির বিক্রয়লব্ধ অর্থ। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, পরিকল্পিতভাবে ভ্যানটি থামিয়ে টাকা ছিনতাইয়ের পাশাপাশি ফারুককে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল তদন্ত শুরু করেছে। সম্ভাব্য ছিনতাই ও অপহরণের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আশপাশের মাঠ ও সড়কসংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে।

আলমডাঙ্গা বকসিপুরে অগ্নিকাণ্ডে পানবরজ পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গা উপজেলা বকসিপুর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলা ডাউকি ইউনিয়নের বকসিপুর গাংপাড়া চরের মাঠে গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পানের বরজে আগুন লাগে। বকসিপুর গ্রামের মৃত আরশেদ আলির ছেলে রুকচাঁদ আলির ১৪ কাঠা পানের বরজের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়েছে দেড় কাঠা,একই গ্রামের মাহাতাব আলির ছেলে হান্নান আলির ১০ কাঠা পানের বরজের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়েছে ১ কাটা।

আরও জানা গেছে, বরজে আগুন লাগার সাথে সাথে গ্রামের মসজিদের মাইকে প্রাচার করে গ্রামবাসীর সহোযোগিতায় আহব্বান জানালে তারা দ্রত পান বরজে ছুটে যায়।সাথে সাথে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

এলাকাবাসীরা অভিযোগ করে বলেন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে কিছু দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিত ভাবে এই আগুন লাগিয়েছে।সুস্থ পুলিশি তদন্ত হলে এই ঘটনার পিছনে কে কাদের হাত আছে তা স্পষ্ট জানা যাবে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদক ব্যাবসায়ীর জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাদকের দুর্গে সহকারী কমিশনার (ভূমি) হানা দিয়ে মাদকরানী নামে খ্যাত মিন্নির ২বছর কারাদণ্ড দিয়েছে। সেই সাথে ১ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেয়।

আলমডাঙ্গা ‘মাদকরানী’ নামে অতিপরিচিত কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী মিন্নিকে ২ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অনাদায়ে তাকে অতিরিক্ত ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই সোহাগ-এর নেতৃত্বাধীন চৌকস পুলিশ টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানকালে মিন্নির নিজ বাড়ি থেকে ১৭ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, একটি মোবাইল ফোন এবং মাদক বিক্রির নগদ ৩ হাজার ৫০০ টাকা জব্দ করা হয়। আসামির স্বীকারোক্তি ও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় তাকে দণ্ড প্রদান করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, স্টেশনপাড়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবশালী মহলের সহায়তায় মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল মিন্নি। একাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সে পুরো এলাকাকে মাদকের আখড়ায় পরিণত করে তোলে। ফলে এলাকায় মাদকাসক্তি ও অপরাধ প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়।একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠে তার ব্যবসায়ীক অংশীদার। রাতারাতি নাম হয়ে ওঠে মাদক রানী।এছাড়াও তার এই মাদক ব্যাবসায়ীতে তার ছোট জামাই আহাদ আলি সকল অপকর্ম দেখভাল করে আসছে।মিনি ও তার পরিবার দীর্ঘদিন ধরে স্টেশন এলাকায় মাদকের অভয়ারণ্যে ব্যাবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, এর কিছু দিন আগেও এসআই সোহাগ, সহকারী কমিশনার (ভূমি)- এর সঙ্গে প্রায় আধা কিলোমিটার দৌড়ে মিনির মেয়ে ‘আলোমতি’ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করে এলাকায় প্রশংসা কুড়ান। এছাড়াও

ড্রাইভার আব্দুল্লাহ আল আমিন দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে আসামির পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন।

অভিযান শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী বলেন,“যুবসমাজকে রক্ষা করতে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়নে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের একটি টিম ও মোবাইল কোর্টের বেঞ্চ সহকারী তারিকুল ইসলাম।

নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা জখম

আলমডাঙ্গায় নেশাখোর ছেলের হাতে ভ্যান চালক পিতা মারাত্মক জখম হয়েছে।আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী বাগানপাড়ায় ঘরোয়া বিরোধে নেশাখোর ছেলের হামলায় বাবা গুরুতর জখম হয়েছে।

জানা গেছে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী গ্রামের বাগানপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জেরে ছেলের হামলায় আমীর হোসেন (৫০) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর রক্তাক্ত ও জখম হয়েছেন। তিনি পেশায় দিনমজুর ও পাখিভ্যানচালক। অভিযুক্ত ব্যক্তি হামলাকারী তার বড় ছেলে টিপু সুলতান (৩০)। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে নিজ বাড়িতে এ মারপিটের ঘটনা ঘটে।

আহত আমীর হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে সে নেশা করে আমার কোন খোঁজখবর রাখে না। এর আগেও বিভিন্ন সময়ে তাকে নির্যাতন করেছে। সোমবার ছাগল বিক্রির টাকা চাইতে গেলে ছেলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে শাবল দিয়ে মাথায় আঘাতের চেষ্টা করলে তিনি সরে যান , তখন শাবলের আঘাত তার চোখে লাগে। এতে তিনি রক্তাক্ত হয়ে গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর তিনি আইনের আশ্রয় চেয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, টিপু সুলতান বাবার কাছ থেকে কেনা ছাগলের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে মারধর করেন। স্থানীয়দের ভাষ্য

, অভিযুক্ত ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে নেশায় জড়িত ছিলেন, যা ঘটনার পেছনে প্রভাব ফেলতে পারে। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত আমীর হোসেনকে উদ্ধার করে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন।

চিকিৎসকদের মতে, তার চোখে গুরুতর আঘাত রয়েছে, তবে বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতাল-এ রেফার্ড করা হয়েছে।

এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা অভিযুক্ত টিপু সুলতানকে দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় আগুনে পুড়ে ৪ বিঘা পানের বরজ ভস্মীভূত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫ জন কৃষকের প্রায় ১৩০ শতাংশ জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। গতকাল রবিবার আনুমানিক দুপুর ২:৩০ মিনিটের দিকে ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ায় জান্নাতুল বাকি কবরস্থানের পাশে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ডাউকি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার পানচাষি মিথুন আলি, রিপন আলি, টিপু সুলতান, মোতালেব হোসেন ও আহম্মদ আলির সম্মিলিত প্রায় চার বিঘা জমির পানের বরজ ছিল। গতকাল দুপুরে হঠাৎ করেই একটি বরজে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং মুহূর্তের মধ্যেই শুকনো পানের বরজগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, পানের বরজে সেচ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তারের শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের উৎপত্তি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিসের একটি দল। আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর আনুমানিক ২:৪০ মিনিটে তারা আগুনের খবর পান এবং তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের প্রায় এক ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হলেও ততক্ষণে পাঁচটি

বরজই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্ত শেষে ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, এই অগ্নিকাণ্ডে চাষিদের আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে ডাউকি গ্রামের মেম্বর বাদসা বলেন, ভুক্তভোগী পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হারিয়ে তারা এখন দিশেহারা। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতা বেশি হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব হয়নি। এই বিশাল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে এবং পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা এখন প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করছেন।

আলমডাঙ্গায় বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের বীরমুক্তিযোদ্ধা উম্মাদ আলির রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জের খুদিয়াখালী গ্রামের মৃত খোকাই জোয়ার্দ্দারের ছোট ছেলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বীর মুক্তিযোদ্ধা উম্বাদ আলী জোয়ার্দ্দার (৮০) ইন্তেকাল করেছেন। গত শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

গতকাল রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে রাষ্টিয় মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি এস এম শাহনেওয়াজ মেহেদী।আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা অফিসার ইনচার্জ বানি ইসরাইল ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনের একটি চৌকস পুলিশ দল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলতাব উদ্দিন, বীর

মুক্তিযোদ্ধা নবাব আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা শমসের মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবেদ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা শফি উদ্দিন,বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল কুদ্দুস, সহ বিভিন্ন মুক্তি যোদ্ধা,স্থানীয় সুধীজন। মরহুমের লাশের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে মুন্সিগঞ্জ পশুহাটস্থ তেল পাম্পের পিছনের চাতালে।জানাজা শেষে গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানাগেছে,বীর মুক্তি যোদ্ধা উম্বাদ আলী বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. একরামুল হক জোয়ার্দ্দার ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এনামুল হক জোয়ার্দ্দারের পিতা,তারা তার পিতার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় নির্বাচনী পরবর্তী সহিংসতা রোধে নবনির্বাচিত এমপির প্রেসব্রিফিং

আলমডাঙ্গায় নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা রোধে নবনির্বাচিত এমপি প্রেস ব্রিফিং করেছেন।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা ও প্রেস ব্রিফিং করেছেন।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টার সময় আলমডাঙ্গা পৌর জামায়াতের কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচন বিভাগের পরিচালক শেখ নূর মোহাম্মদ হোসেন টিপু।সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর আমির মাহের আলী, উপজেলা সেক্রেটারি মামুন রেজা, পৌর সেক্রেটারি মুসলিম উদ্দিন এবং উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি তরিকুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমকর্মী। উক্ত মতবিনিময় সভায় নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন”

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা আমাকে তাদের সেবক হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। এই বিজয় আমার একার নয়—এটি সাধারণ জনগণের বিজয়।দল মত নির্বেশেষে সকলেকে সাথে নিয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে চাই।

নির্বাচন পরবর্তী যে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে তা রোধ করতে প্রতিপক্ষ বন্ধুদের উদ্বাস্তু আহব্বান জানাচ্ছি। আমরা কোন প্রকার সংঘাত, সহিংসতা চাই না।আমাদের এই জনপদের শুখে শান্তিতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করুন এটাই আমাদের সকলের কাম্য হোক।
আপনারা বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে আরও বেগবান করবেন—এটাই আমার প্রত্যাশা।

সেই সাথে বিরোধী রাজনৈতিক মতের সকল বন্ধুদের সহযোগিতা কামনা করছি। সহিংসতার রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে আমরা ঐক্য, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

”তিনি চুয়াডাঙ্গা-১ আসনকে একটি শক্তিশালী, আধুনিক ও দুর্নীতিমুক্ত জনপদ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধিতে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাংবাদিকদের মাধ্যমে সকলের উদ্দেশ্যে বলেন সহিংসতা নয়,আমরা সকলেই ভাই ভাই।তাই সহিংসতা পরিহার করে সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনে এগিয়ে আসি।

সেই সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সকলের সহযোগিতায় কামনা করেন। এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে প্রাণ গেল শিশু হাসানের

ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য নানাবাড়ীতে বেড়াতে এসে পুকুরে ডুবে প্রাণ

গেল ৫ বছরের শিশু হাসানের। ঘটনাটি ঘটেছে আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের খোরদ গ্রামে। দুই গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে আনুমানিক ১০টার দিকে এ হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটে। শিশুটির অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও পুরো গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদী ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের ইসরাইল হোসেনের স্ত্রী তার বাপের বাড়ি ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্য সন্তানদের সাথে নিয়ে খোরদ গ্রামে বেড়াতে আসেন। পারিবারিক আনন্দঘন পরিবেশে সবার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিল ছোট্ট হাসান। সকালে সে তার নানা লাল্টু হোসনের সঙ্গে স্থানীয় ভোটকেন্দ্রে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান শেষে নানা-নাতি বাড়ীতে ফিরে আসে।

বাড়ীতে ফিরে সমবয়সী অন্য শিশুদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে থাকে হাসান।

খেলার এক পর্যায়ে সবার অগোচরে বাড়ীর পাশের মাঠের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট পুকুরের দিকে চলে যায়। অসাবধানতাবশত পুকুরে পড়ে গেলে সে আর উঠতে পারেনি।

কিছু সময় পর শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।

একপর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে তাকে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে তড়িঘড়ি করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা- নিরীক্ষা শেষে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়। এদিকে খবরটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে স্বজনদের আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে এমন মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় পুরো খোরদ গ্রামে শোকের মাতম চলছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের নির্বাচনী জনসভায় গণজোয়ার

আলমডাঙ্গায় জামায়াত ও ১১ দলীয় জোটের বিশাল জনসভায় ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জোরালো অঙ্গিকার নিয়ে, দুর্নীতি ও বৈষম্যহীন চুয়াডাঙ্গা গড়ার প্রতিশ্রুতিতে বক্তব্য দিলেন, অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল।

আলমডাঙ্গায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা–১ (আলমডাঙ্গা–চুয়াডাঙ্গা) আসনে জামায়াতে ইসলামী ও ১১ দলীয় জোটের উদ্যোগে এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় আলমডাঙ্গা শহরের এটিম মাঠে আয়োজিত এ জনসভায় হাজারো নেতাকর্মী, সমর্থক, নারী-পুরুষ ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতিতে মাঠ পরিণত হয় জনসমুদ্রে।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জনসভার সূচনা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমীর শফিউল আলম বকুল। জনসভায় ১১ দলীয় জোট ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য এবং চুয়াডাঙ্গা–১ আসনে জামায়াত ও ১১ দলীয় জোট মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। তিনি ভোটারদের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিয়ে তাকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচিত হলে চুয়াডাঙ্গায় কোনো দুর্নীতি ও বৈষম্য থাকতে দেওয়া হবে না। উন্নয়ন বঞ্চনা দূর করে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ চুয়াডাঙ্গা গড়ে তোলা হবে। কৃষিনির্ভর এ জেলায় কৃষকদের স্বার্থরক্ষা, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। কৃষকের অতি পরিশ্রমে ফলানো ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে।প্রয়োজনে কৃষি পন্য সংরক্ষণের জন্য হিমাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। যুবসমাজ কে মাদকমুক্ত করে তাদের প্রশিক্ষণ

দিয়ে শ্রমশক্তি তে রুপান্তর করা হবে। চাঁদাবাজি, ট্রেন্ডারবাজী, সিন্ডিকেট মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা হবে। আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তার বক্তব্যের শেষাংশে আবেগঘন ও দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার তুলে ধরলে উপস্থিত জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে মনোযোগ সহকারে তা শোনেন।

অনুষ্ঠানে এ সময় উপস্থিত ছিলেন— আমার বাংলাদেশ পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আব্দুল্লাহ আল মামুন, এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা মো. ফারুক এহসান, চুয়াডাঙ্গা–১ আসনের নির্বাচনী পরিচালক ও জেলা যুব বিভাগের পরিচালক নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু, জামায়াতে ইসলামী সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি আলতাফ হোসাইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের সভাপতি কাইমুদ্দিন হিরোক, সাবেক জেলা আমীর আনোয়ারুল হক মালিক, আইন বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম, খেলাফত মজলিসের খুলনা বিভাগীয় সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, জামায়াতের জেলা ইউনিট সদস্য অ্যাডভোকেট মুসলিম উদ্দিন, আলমডাঙ্গা পৌর শাখার আমীর মাহের আলী, সেক্রেটারি মসলেম উদ্দিন,গাংনী-আসমানখালী আমীর আব্বাস উদ্দিন, শহীদ মোস্তাফিজুর রহমানের বড় ভাই হাফিজুর রহমানসহ আরও অনেকে।

জনসভা শেষে একটি নির্বাচনী মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি আলমডাঙ্গা শহরের এটিম মাঠ থেকে শুরু হয়ে স্টেশন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আলিফ উদ্দিন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে কে হবে আগামী দিনের কাণ্ডারী?

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে কে হবে আগামী দিনের কাণ্ডারী? চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে কে নির্বাচিত হতে চলেছে—এ নিয়ে আকাশে-বাতাসে গুঞ্জনের অন্ত নেই। গ্রামগঞ্জের রাস্তায়-রাস্তায়, চায়ের দোকানে, মাঠে-ঘাটে একই আলোচনা। গ্রামের মানুষ চেয়ে থাকে শহরবাসীর মুখের দিকে। শহরের বুক চিরে ভেসে ওঠে ভোটের আওয়াজ, আর সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের মেঠোপথ ধরে পাড়া-মহল্লায়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সর্ববৃহৎ উপজেলা হলো আলমডাঙ্গা উপজেলা। এখানে একটি প্রথম শ্রেণির পৌরসভা ও ১৫টি ইউনিয়ন নিয়ে উপজেলা গঠিত। আলমডাঙ্গা উপজেলার মোট ভোটার সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লক্ষ ৬১ হাজার ০৬১ জন এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ৬২ হাজার ১৬৪ জন।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আলমডাঙ্গা উপজেলার এই বিশাল ভোটার উপস্থিতি ফলাফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তিনজন প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ। জামায়াতে ইসলামী থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সহ-সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন জহুরুল ইসলাম।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে চলেছে জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির মধ্যে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরই জন্মস্থান আলমডাঙ্গা। দুজনই আলমডাঙ্গার মাটি ও মানুষের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার দাবি রাখেন। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুর ইউনিয়নের পাঁচকমলাপুর গ্রামের সন্তান এবং জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের ছত্রপাড়া গ্রামের সন্তান।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে দীর্ঘ সময় ধরে উভয় দল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে রাজপথে লড়াই করেছে। দীর্ঘদিনের সেই ঘনিষ্ঠ মিত্ররা ৫ আগস্টের পর থেকে একে অপরের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। বিএনপি যখন মিটিং-মিছিল, জনসভা ও উঠান বৈঠকে ব্যস্ত সময় পার করছে, তখন জামায়াত ভিন্ন কৌশলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাস্তব প্রতিশ্রুতি ও ভরসার প্রদীপ জ্বালাচ্ছে।

গোষ্ঠীকোন্দলে লিপ্ত গ্রামকেন্দ্রিক রাজনীতিতে একই ছাতার তলে কখনো আবদ্ধ না থাকার মানসিকতাকে কাজে লাগিয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক দল ফায়দা তুলছে। ফলে গ্রামীণ রাজনীতিতে দেখা দিচ্ছে বিভক্তির খেলা—শত্রুর শত্রু হয়ে উঠছে বন্ধু।

ফলস্বরূপ, জোটসঙ্গী হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চোখে পড়েনি। নির্বাচন অফিসে মনোনয়ন উত্তোলন থেকে শুরু করে জমাদান, প্রতীক বরাদ্দ, এমনকি সুজনের অনুষ্ঠানে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে যে সৌজন্যতা উভয় প্রার্থী দেখিয়েছেন, তা সত্যিই নজিরবিহীন।

উভয় দলই সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রচারণায় ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে ভোটারদের হৃদয়ে স্থান পাওয়ার আশায়। জামায়াত প্রার্থীর কৌশলে নতুন নতুন ভিন্নমাত্রা দেখা গেলেও বিএনপি প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরিফ কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসন বিগত দিনে বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। ২০০৮ সালে প্রথম আওয়ামী লীগ এই আসন দখল করলেও আইলহাস, জেহালা ও বারাদী ইউনিয়নে বিএনপির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে দেখা গেছে। অন্যদিকে নাগদাহ, ডাউকি ও কুমারী ইউনিয়নে জামায়াতের প্রার্থীরা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

আগামী ১২ তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাঠ জরিপে দেখা গেছে, বিএনপির একটি সুসংগঠিত আদর্শিক ভোটব্যাংক বংশানুক্রমে গড়ে উঠেছে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী তাদের কট্টর অবস্থান থেকে কিছুটা বেরিয়ে এসে উদার মনোভাবের পরিচয় দিয়ে সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে থাকলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের ভোটারদের মাঝে নতুন স্বপ্ন ও নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে সমতায় ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে নিরলস পরিশ্রম ও নানান কৌশলে। মাঠ জরিপে আরও দেখা গেছে, আওয়ামী ভোটাররাই ভোটের ফলাফলে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে চলেছেন।

এ কারণে উভয় দলই ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে আওয়ামী ভোটারদের দলে ভেড়ানোর জন্য জোর তৎপরতা চালাচ্ছে, যা চোখে পড়ার মতো। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যোগ্য ব্যক্তির মাথায় বিজয়ের মুকুট শোভা পাবে—এই আশায় প্রহর গুনছে আপামর জনতা।